ডাকসু ভোটে ১১ অসংগতির অভিযোগ ছাত্রদলের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান সোমবার সকালে ক্যাম্পাসে মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন -সমকাল

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

প্রকাশ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ | ০৭:৩২ | আপডেট: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ | ১২:০৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে অনিয়ম ও অসংগতির ১১টি অভিযোগ তুলে ধরেছে ছাত্রদল। তাদের প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান বলেছেন, বিষয়গুলো নিয়ে প্রশাসন অবস্থান স্পষ্ট না করলে সংগঠনের পক্ষ থেকে নির্বাচনকে বৈধতা দেওয়ার সুযোগ নেই।

সোমবার মধুর ক্যান্টিনে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত অভিযোগগুলো পড়ে শোনান আবিদুল। তিনি বলেন, অভিযোগ নিয়ে একাধিকবার যোগাযোগ করলেও প্রশাসন ব্যবস্থা না নিয়ে কালক্ষেপণ করছে।

গত ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ২৮টি পদের ২৫টিতে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে। নির্বাচনের দিন দুপুর থেকে অন্যান্য প্যানেলের প্রার্থীরা নানা অনিয়ম নিয়ে অভিযোগ করে আসছেন।

আবিদুল আশা প্রকাশ করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অনিয়ম ও অসংগতির বিষয়ে যথাযথ তদন্ত করে সবার সামনে সত্য উন্মোচন করবে। এ সময় প্যানেলের জিএস প্রার্থী তানভীর বারী হামিম, এজিএস প্রার্থী তানভীর আল হাদী মায়েদ এবং অন্য প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

অভিযোগের মধ্যে আছে ভোটারকে নির্দিষ্ট প্যানেলের পক্ষে ভোট দেওয়া ব্যালট পেপার সরবরাহ করা এবং ভোটার কেন্দ্রে যাওয়ার আগে ভোটার তালিকায় উপস্থিতির স্বাক্ষর দিয়ে দেওয়াসহ একাধিক জালিয়াতি হয়েছে। নির্বাচনে ব্যবহৃত ব্যালট পেপারে ক্রমিক নম্বর ছিল না। ছাপানো ব্যালট পেপারের সংখ্যা, ভোটকেন্দ্রে সরবরাহ করা, ব্যবহৃত ও বাতিল হওয়া ব্যালট পেপারের সংখ্যা এবং ভোট গ্রহণ শেষে ফেরত ব্যালট পেপারের সংখ্যা কোথাও প্রকাশ করা হয়নি। নির্বাচনে ব্যবহৃত ব্যালট পেপার কোন প্রেস থেকে ছাপানো হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। গত ৭ সেপ্টেম্বর নীলক্ষেতের গাউসুল আজম মার্কেটের একটি ছাপাখানায় বিপুল সংখ্যক ব্যালট পেপার অরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ভোট গণনার বিষয়ে নানা অভিযোগ ও বিতর্ক সামনে এসেছে। ভোটের আগে মধ্যরাতে প্রার্থীদের প্রস্তাবিত বিভিন্ন কেন্দ্রের পোলিং এজেন্টদের বাদ দেওয়া হয়। কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পোলিং এজেন্টদের বাছাই করা হয়েছে, তা প্রকাশ করা হয়নি। ভোট গ্রহণের আগে পোলিং এজেন্টদের আইডি কার্ড সরবরাহ করার কথা থাকলেও তা যথাসময়ে সরবরাহ করা হয়নি। অনেক পোলিং এজেন্ট যথাসময়ে উপস্থিত হয়েও ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারেননি। পোলিং এজেন্টের অনুপস্থিতিতে পক্ষপাতদুষ্ট অবস্থাতেই ভোট গ্রহণ শুরু হয়।

এ ছাড়া অভিযোগ করা হয়েছে, একটি নির্দিষ্ট প্যানেল বাদে সব প্রার্থী ও প্যানেলকে জানানো হয়েছে আটটি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ হবে। কিন্তু ভোটের দিন দেখা যায়, আটটি ভোটিং এলাকায় মোট ১৮টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হচ্ছে। এ কারণে ওই নির্দিষ্ট প্যানেল ছাড়া আর কোনো প্রার্থী বা প্যানেল ১৮টি কেন্দ্র অনুসারে পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করতে পারেনি।

পোলিং এজেন্ট চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তার নিয়োগের কথা থাকলেও তাদের ঢাবি প্রশাসন নিয়োগ দিয়েছে। অধিকাংশ পোলিং অফিসার সাংবাদিকদের ভুল তথ্য দিয়ে প্রার্থীদের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের ভুয়া অভিযোগ তুলে নির্বাচনকে প্রভাবিত করেছেন। নির্বাচনের দিন ক্যাম্পাসের প্রবেশমুখে নিরাপত্তার দায়িত্বরত কতিপয় বিএনসিসি, রোভার স্কাউট ও গার্ল গাইডস সদস্যের সহায়তায় একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে ক্যাম্পাসে অবাধে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

ভোটগণনা প্রক্রিয়ার সঙ্গে পোলিং এজেন্টদের যথাযথভাবে যুক্ত করা হয়নি। অধিকাংশ বুথে নির্বাচনের দিন বেলা সাড়ে ১১টার পর থেকে মার্কার পেন না থাকায় ভোটারদের বলপেন দিয়েই ব্যালট পেপারে ক্রস চিহ্ন দিতে হয়েছে। বলপেনে ক্রস চিহ্ন দেওয়া ভোটগুলো ওএমআর মেশিন সঠিকভাবে রিড করতে পারেনি বলে অনেক ভোট গণনা করা হয়নি। এ ছাড়া ভোটার চিহ্নিত করার জন্য আঙুলে যে মার্কারের কালি ব্যবহার করা হয়েছে, সেটি অস্থায়ী কালি হওয়ার কারণে একই ব্যক্তি একাধিক ভোট দিয়েছে কিনা, সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।